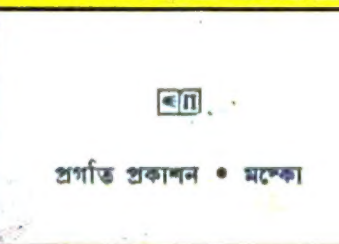


সেগেই মিথালকড

সাকর্ট

থেকে

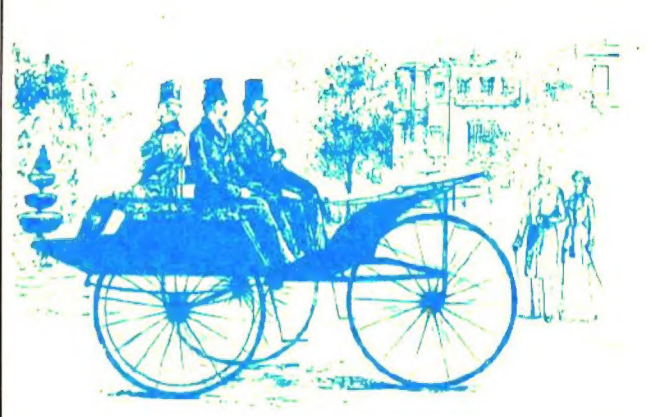
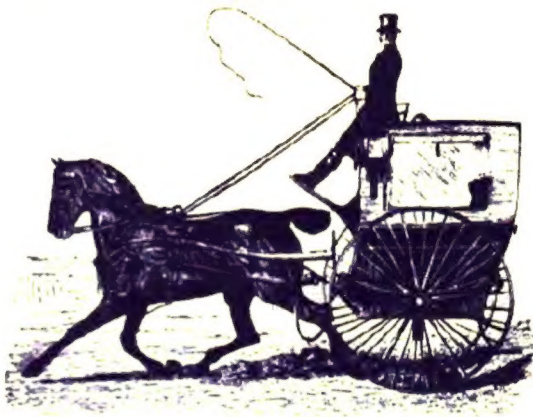
রকেট



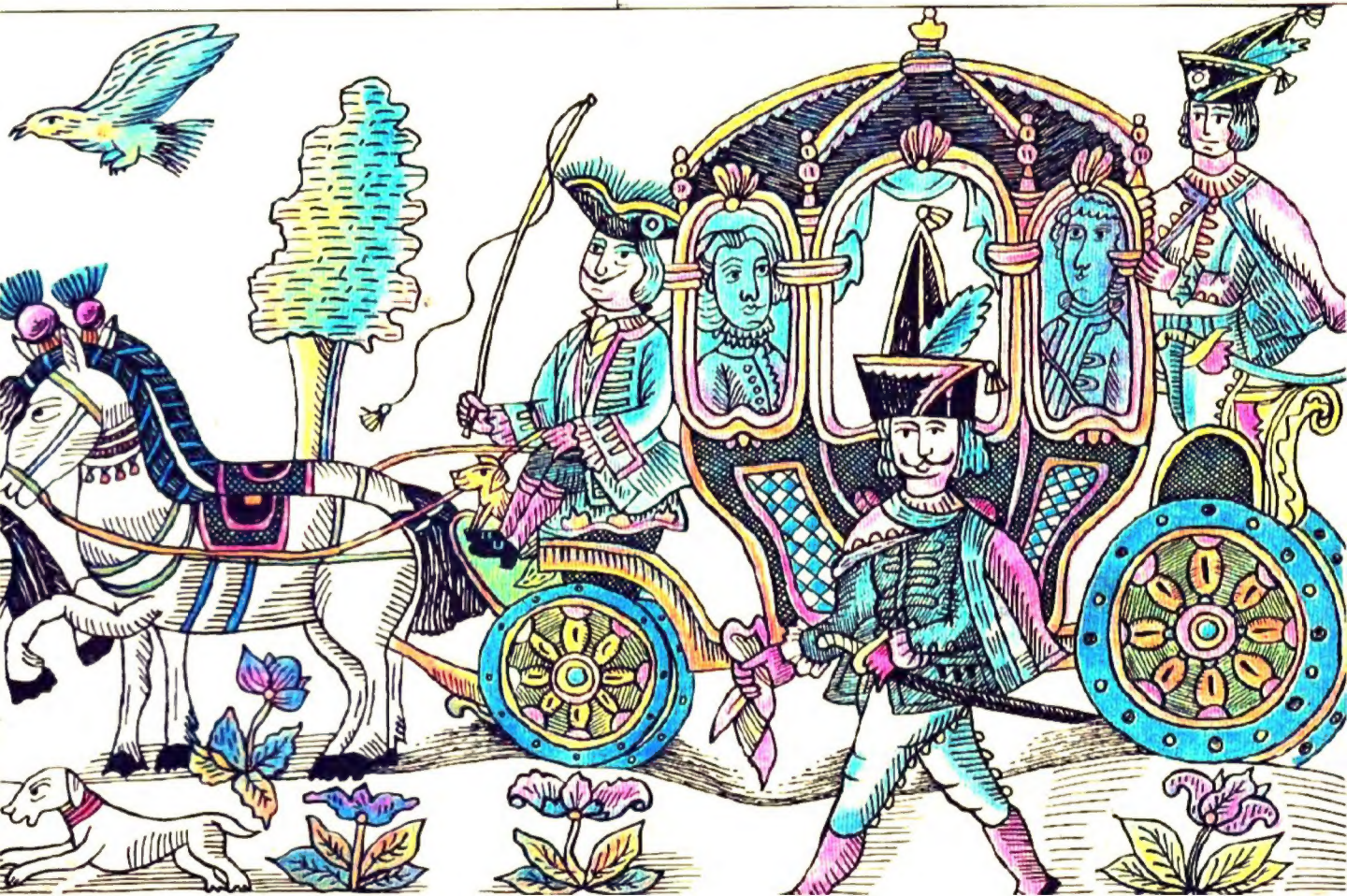
৳

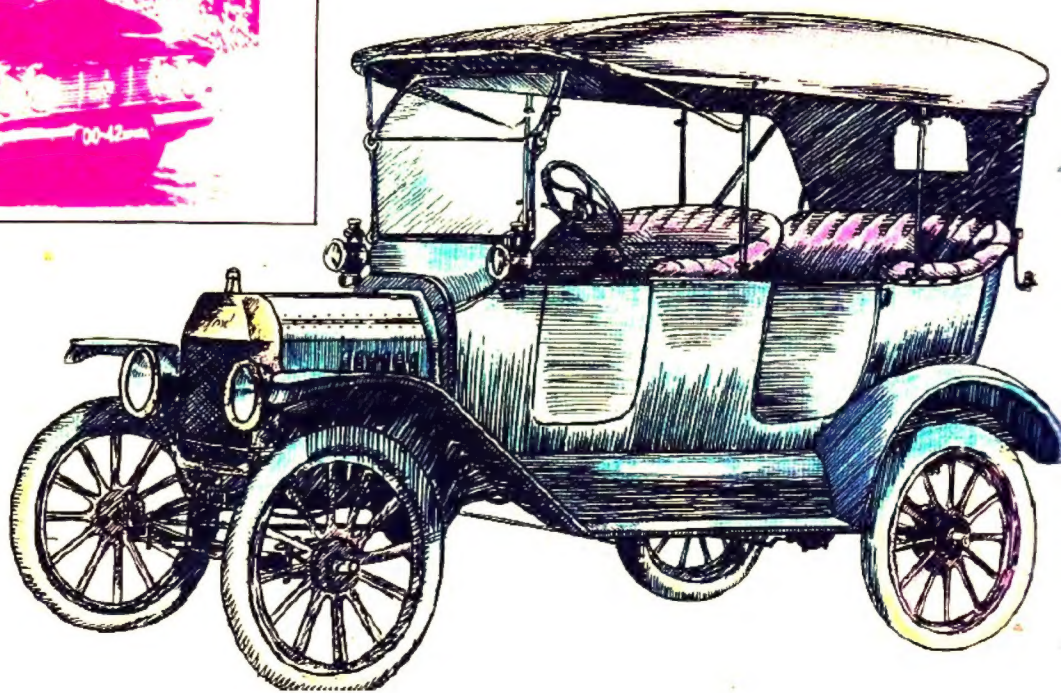
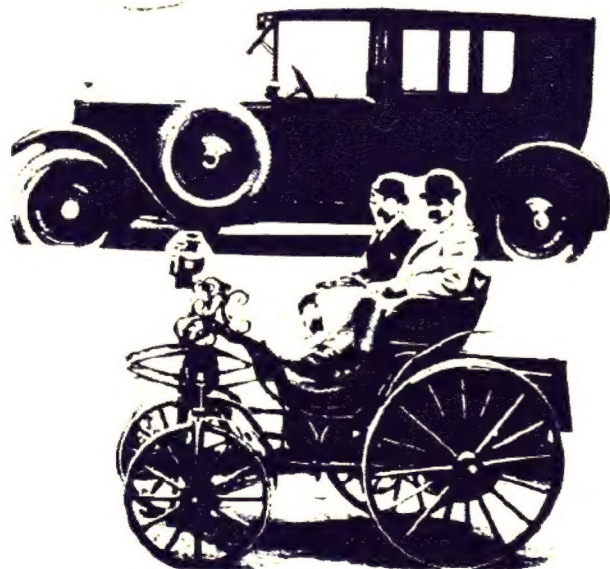
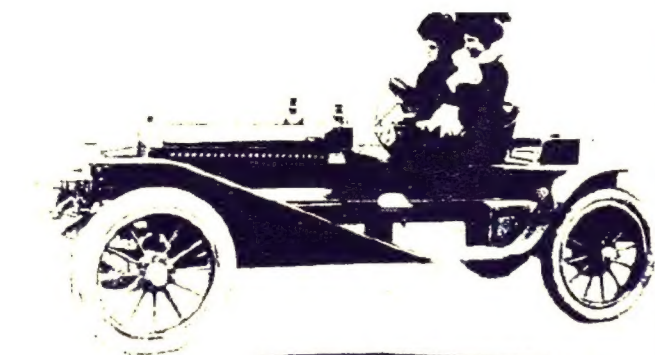
প্রগতি প্রকাশন • মস্কো

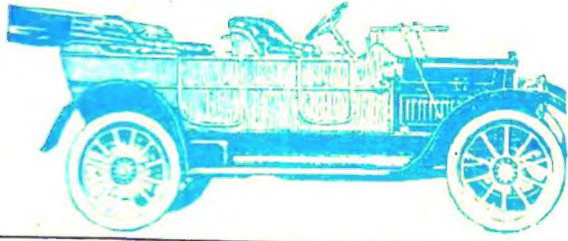
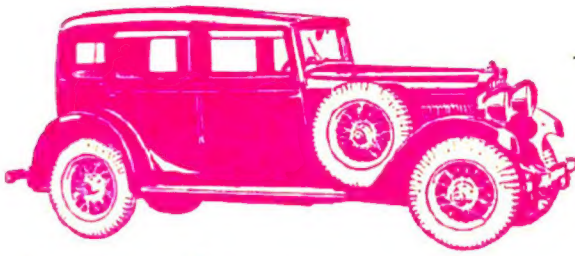




লোকে দিত দানিয়া পাড়ি,
চেপে বসত ঘোড়ার গাড়ি।
বিংশ শতক এল যখন —
মোটরে লোক উঠল তখন।

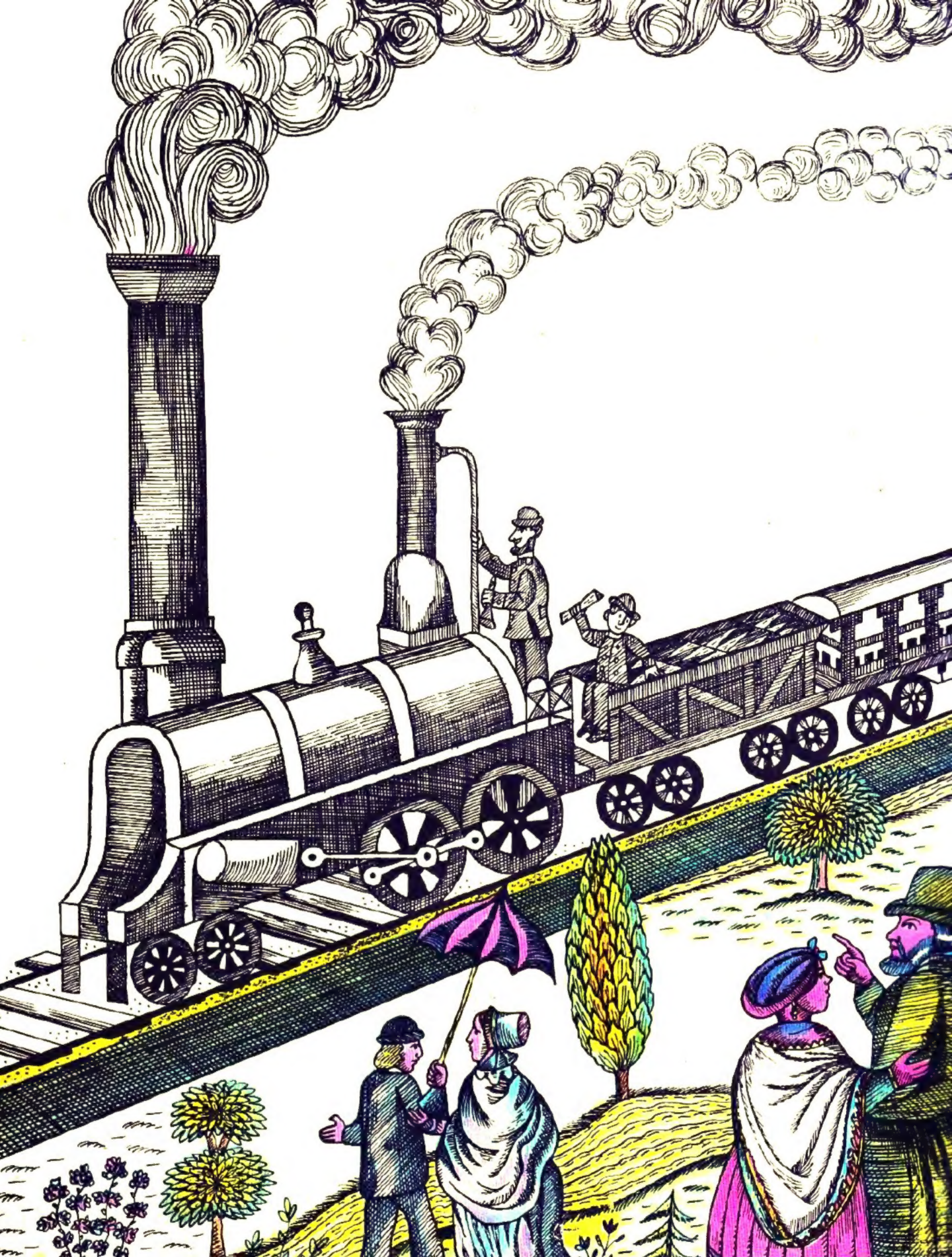






হল সে কী ব্যাপারখানা —
শহরকে আর যায় না জানা!
গোঁ-গোঁ করে তাড়াতাড়ি
ছুটছে কত হাজার গাড়ি।





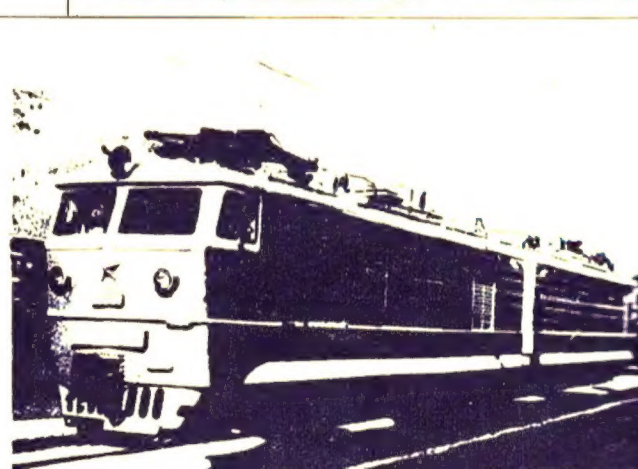


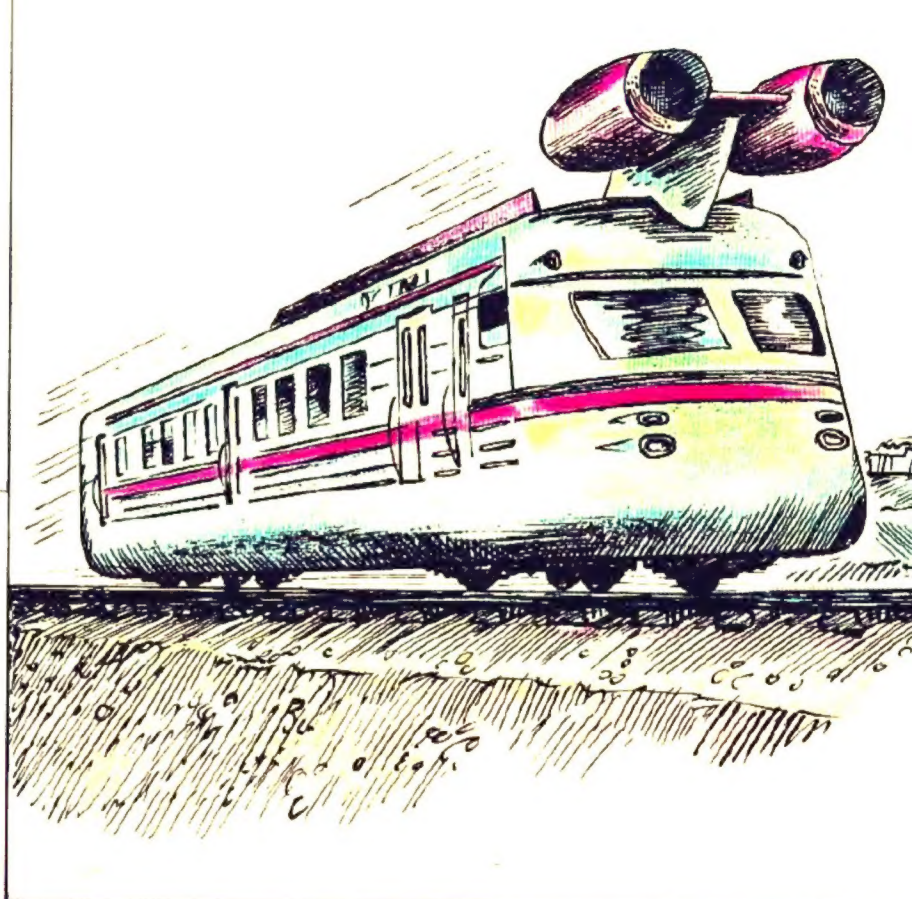
অল্প গতির রেলগাড়িতে
উঠত চেপে পথচারীতে।
ইচ্ছে হলে, চলন্ত ট্রেন
থেকেই তাঁরা নেমে পড়তেন।

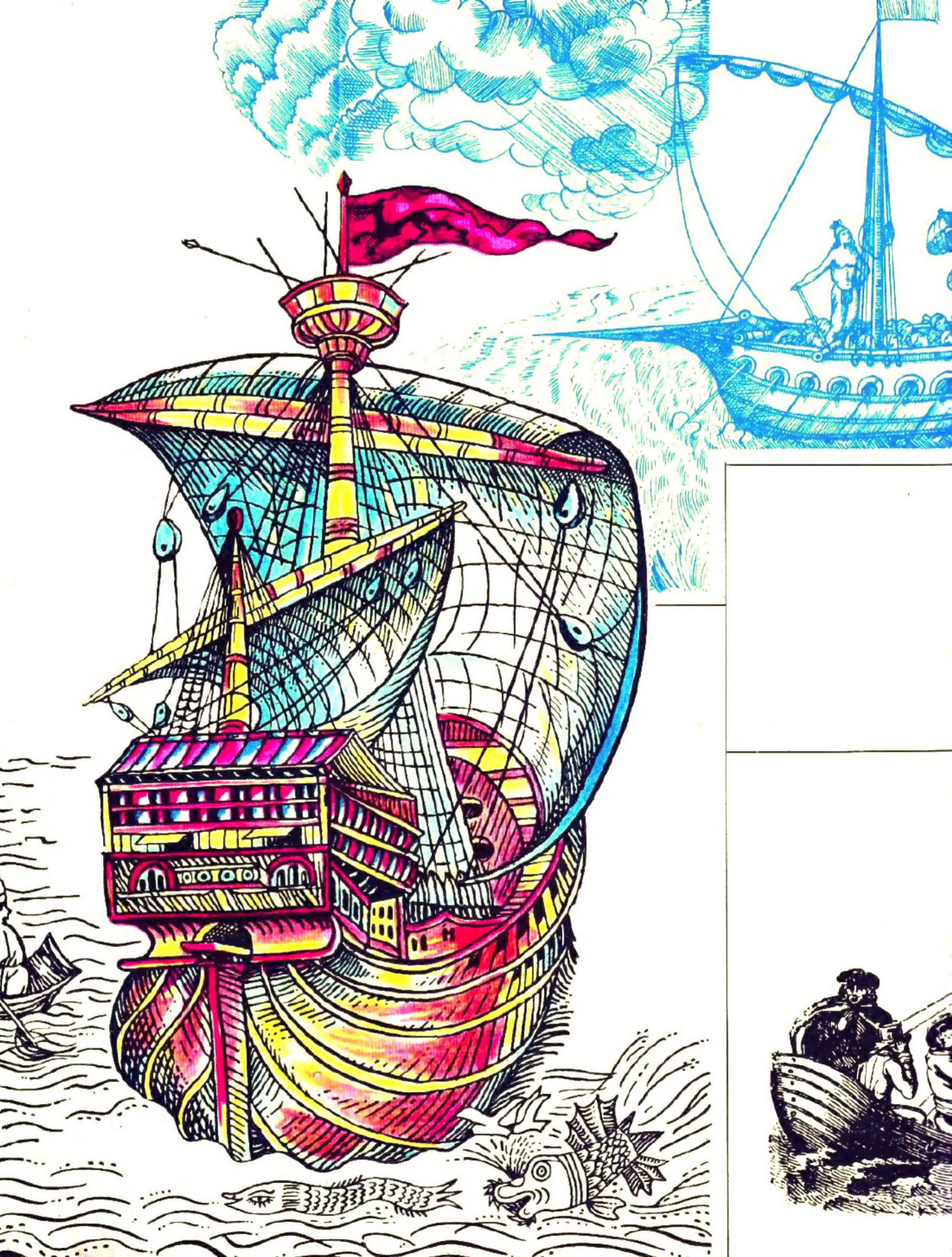




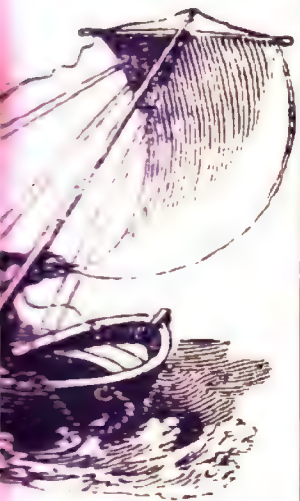
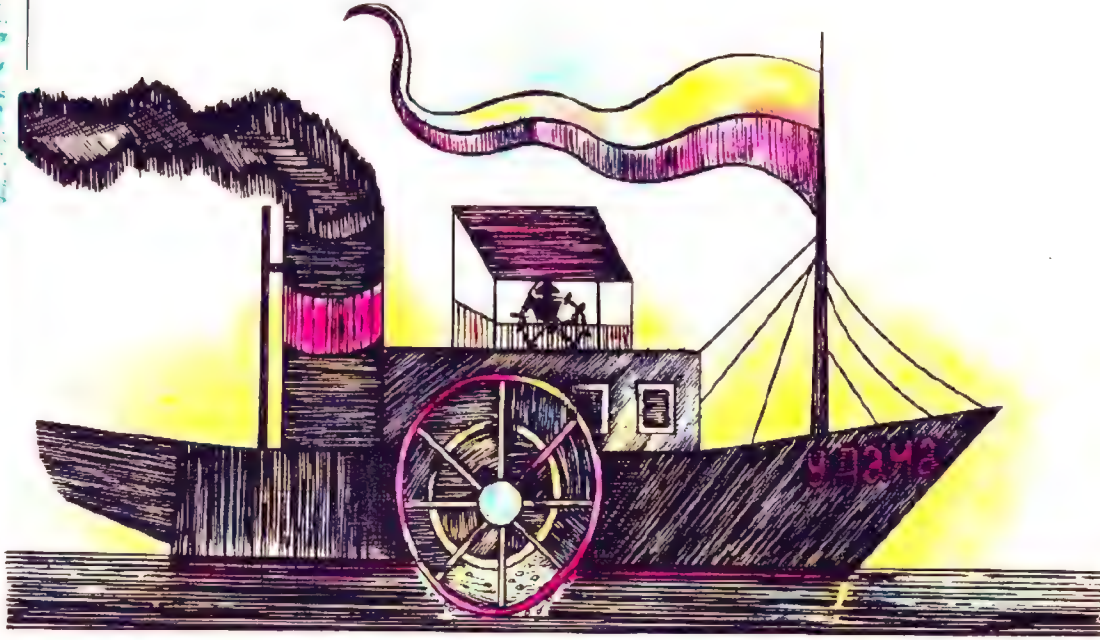
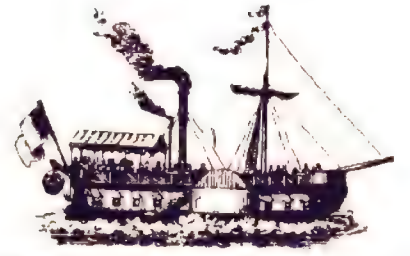
ঝকঝকিয়ে নতুন খেল,
এখন ইলেকট্রিকের রেল।
দাঁটো কথা কয় কি না-কয়,
হয়ে আসে নামার সময়!

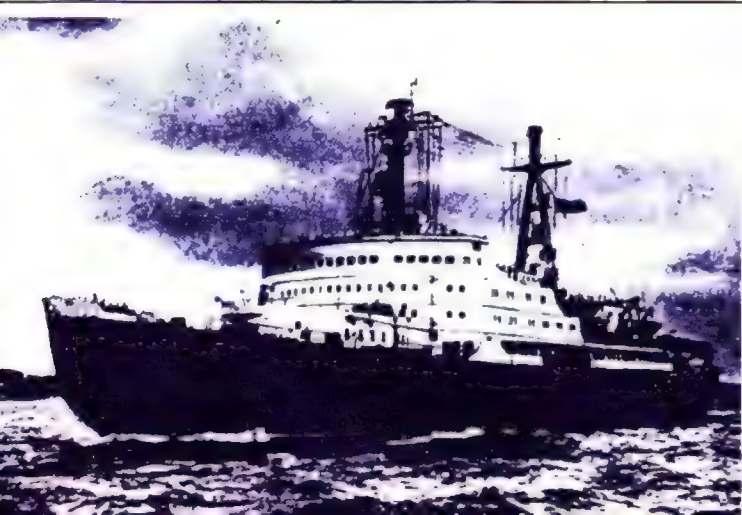






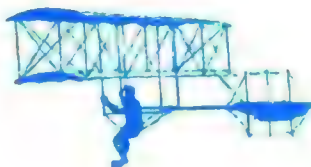
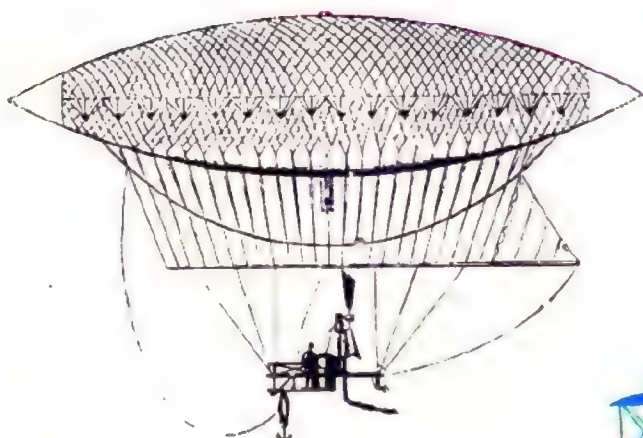
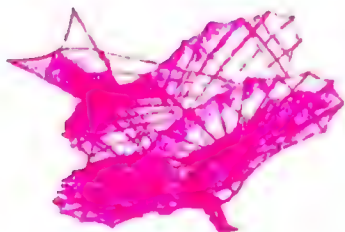
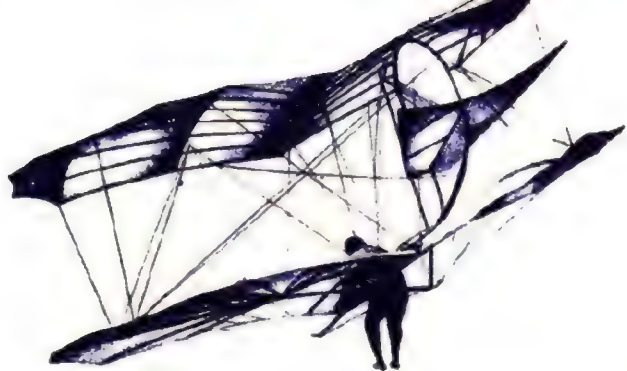
জাহাজ ছিল জানো কেমন?
এক্কেবারে খেলনা যেমন।
পাড়ি দিত বছর ধরে...
বাষ্পীয় পোত এল পরে।





এখন মহাসাগর জলে
বিশাল জাহাজ ভেসে চলে।
হাইড্রোফোন তীরের মতো
ছুটছে কত শত শত!

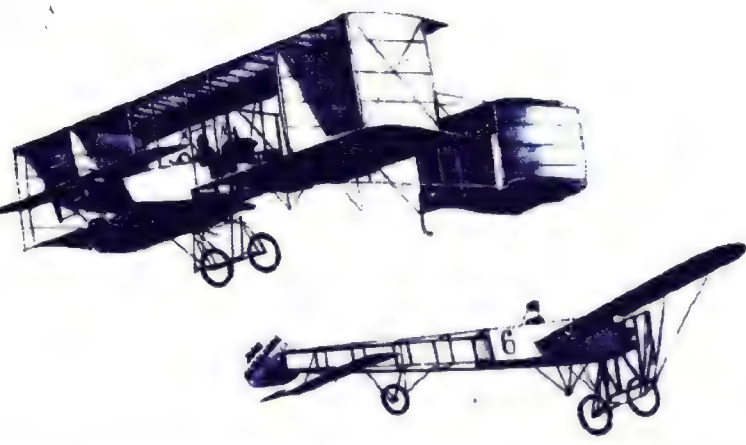




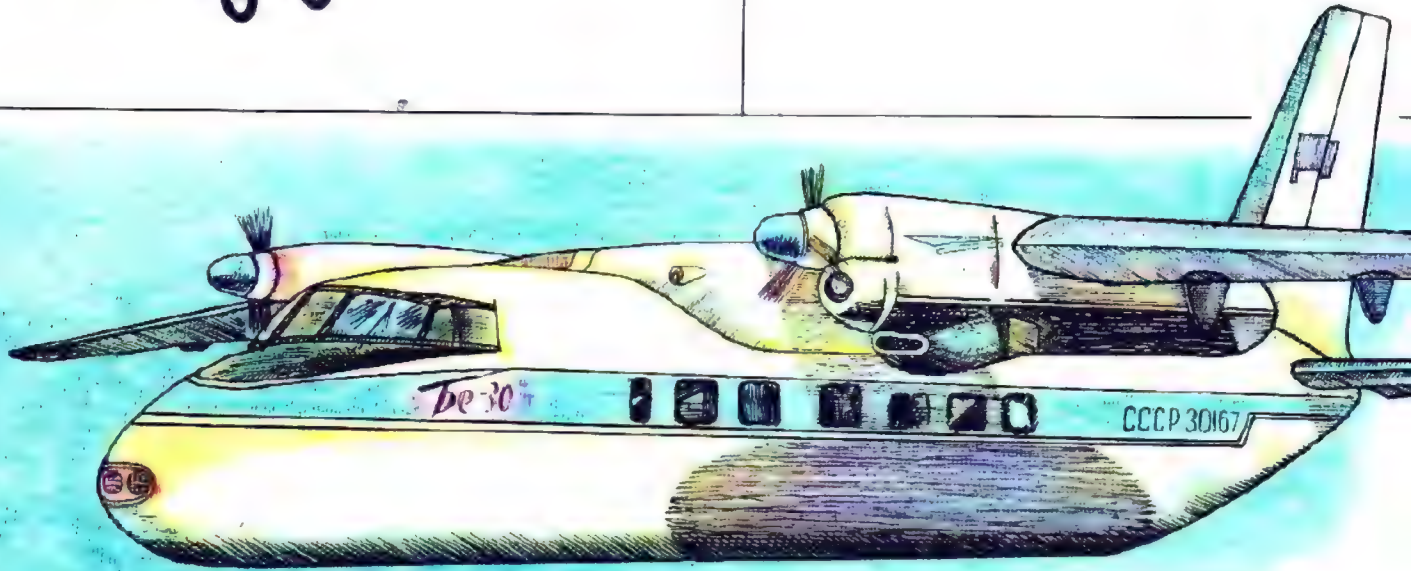


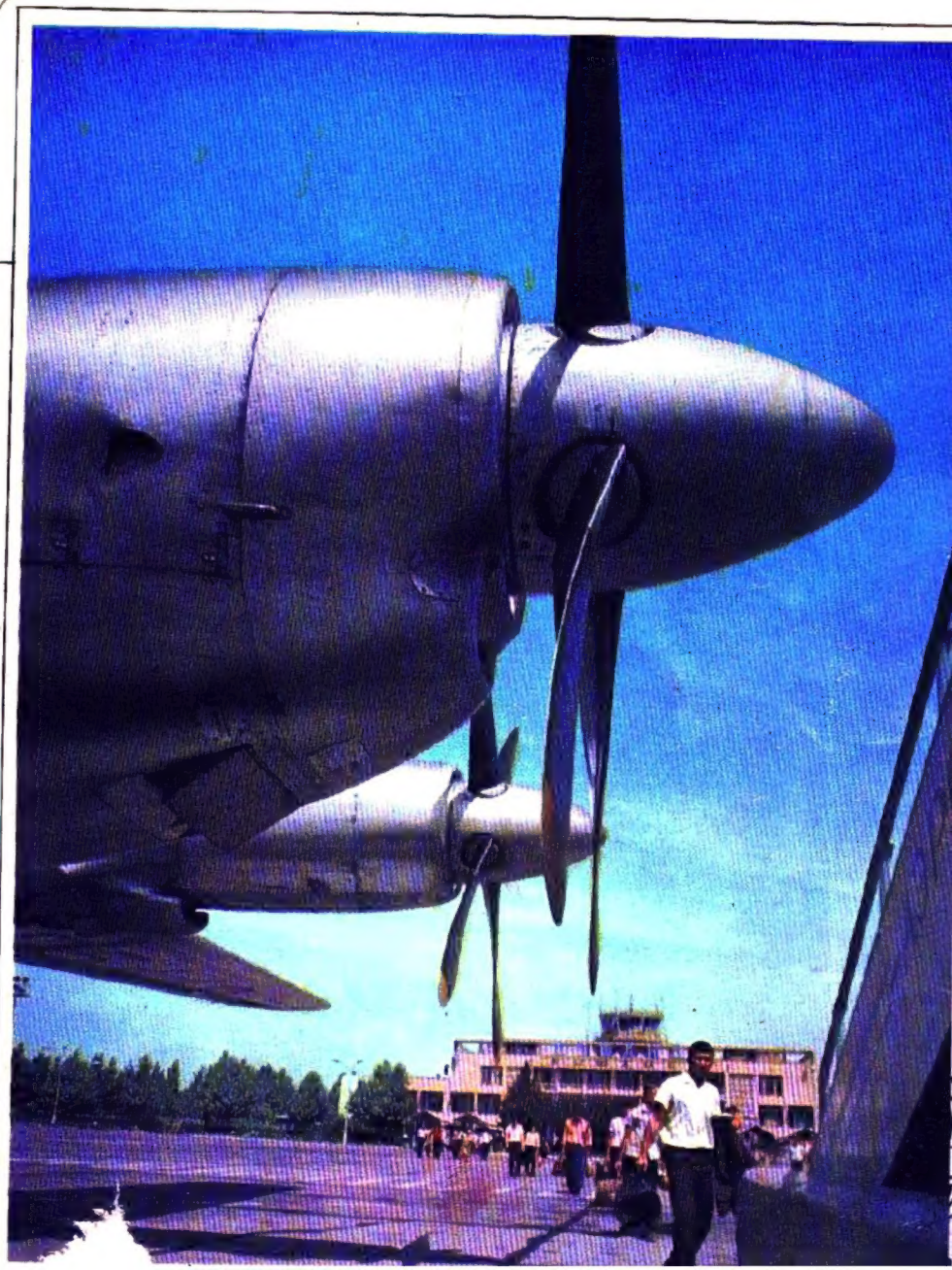
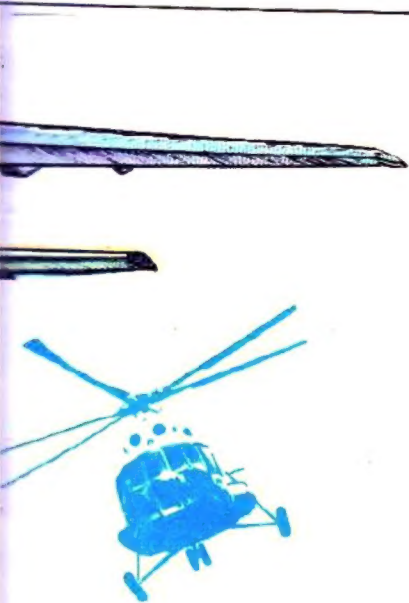
উঠল বেলুন আকাশ পানে,
যেত ভেসে হাওয়ার টানে।
চলবে না এই হাওয়াই ফানুস,
উড়তে হবে — বললে মানুষ!

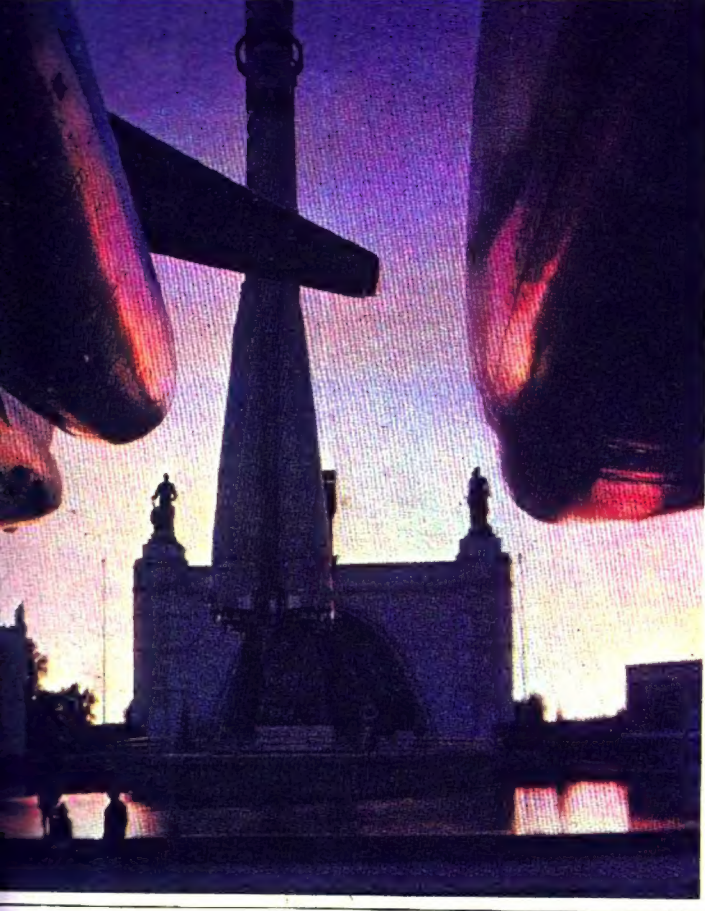




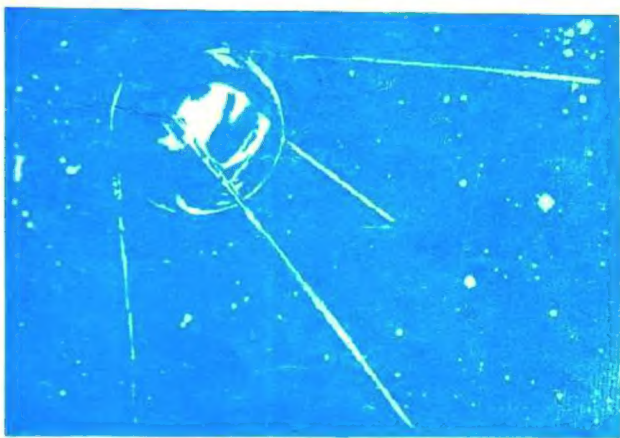
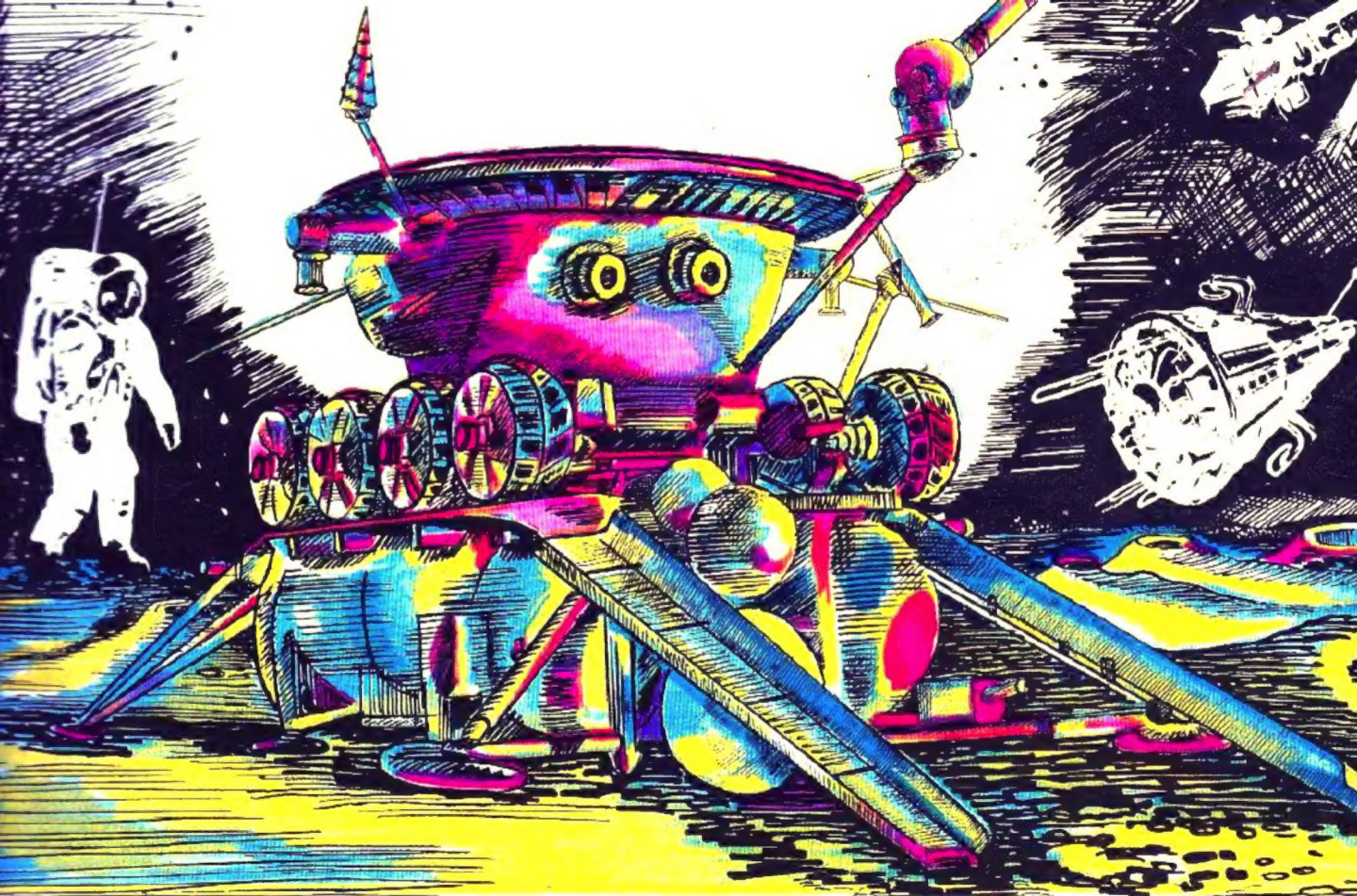
কাটল সময়, তার পরে আজ
উড়ছে বিমান, হাওয়াই জাহাজ!
সীটে বসে একটু খেলায়,
ওমা এ কী, এসে গেলাম!



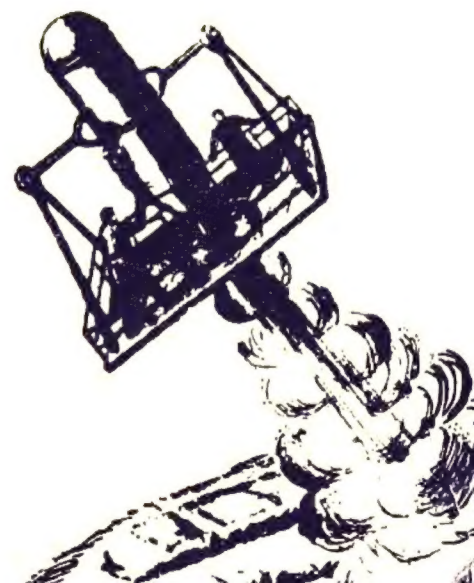




আর এটা কী, মনোহরা?
রকেট, বিশ্ব সফর করা!



শকট থেকে রকেটে ওঠা —
অবাক কান্ড নয় কি ওটা?



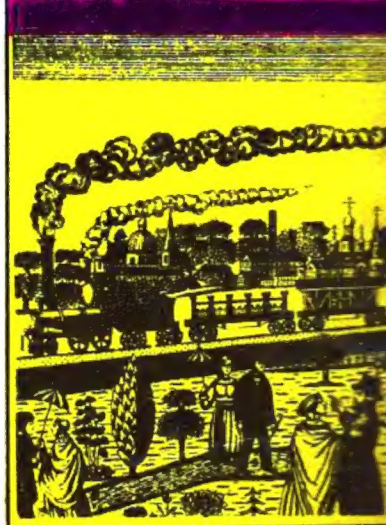


অনুবাদ: ননী ভৌমিক

© বাংলা অনুবাদ • সচিত্র • প্রথম প্রকাশন • ১৯৭৫

M $\frac{70801-688}{014 (01)-75}$ 604-74

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত



С. Михалков
ОТ КАРЕТЫ ДО РАКЕТЫ
На английском языке

